041 উপজেলা কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

ক) গবেষক পরিচিতি

১। গোলাম মোর্শেদ আখতার, অনুদেষ্টা
এম.এসসি. (কৃষি অর্থনীতি), ময়মনসিংহ

২। এএইচএম নিজামুদ্দিন চৌধুরী, সহযোগী অনুদেষ্টা
এম.এসসি. (ভূগোল), ঢাকা ইউনিভার্সিটি

৩। নাসিমূল গনি, সহযোগী অনুদেষ্টা
এমএসএস (অর্থনীতি), ঢাকা ইউনিভার্সিটি

খ) সমীক্ষার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর আওতাধীনে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পূনর্গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ একটি যুগান্তকারী পদপে হিসেবে সব মহলের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে সারাদেশে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা পরিষদই সকল উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল। উপজেলা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো এবং হস্তান্তরিত সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতা উপজেলা পরিষদকে দেয়া হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি হবেন জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। প্রশাসনে জনগণের সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভ সূচনা হলো। এ ধরণের প্রশাসনিক সংস্কার অনেক দিন থেকেই একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবন ধারা রূপান্তরের জন্যই প্রশাসনিক সংস্কারের দরকার। বিগত চার বৎসর যাবত এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে বর্তমান উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্য সমূহ এ যাবৎ কতদুর অর্জিত হয়েছে তার নির্ভরযোগ্য ব্যাপক মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের কার্য্য পরিচালনার মতা ও কর্মদতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করেছে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা। সরকারের নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক পরিকল্পনার স্বার্থে উপজেলা পরিষদে নিয়োজিত সকল কর্তকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের বর্তমান কার্য্য পরিচালনার দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়ানো একান্ত দরকার। আর এ কারণেই উপজেলা কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিণ চাহিদা নিরূপনের উপর একটি সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এই সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে। উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্য সমূহ সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপনে এই গবেষণামূলক সমীক্ষার কাজ শুরু করা হয়। মূলতঃ উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করাই হলো এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সমীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরুপন করা হয়ঃ

ক) উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন;

খ) উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন;

গ) প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন;

ঘ) উপজেলা বাজেট প্রনয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন;

ঙ) উল্লেখিত সমীক্ষার আলোকে বর্তমান উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মান বৃর্দ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সুপারিশ।

গ) সারসংক্ষেপ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে (বিশেষ করে ইংরেজ আমল থেকে আজ অবধি) দেখা যাবে নতুন নতুন অধ্যাদেশ জারী করে যে সকল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তার মধ্যে যেমন রুপগত পার্থক্য ছিল ঠিক অনুরূপভারে উদ্দেশ্যগত পার্থক্যও কম ছিল না। আজ প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে, চাহিদার অঙ্গঁন বদলে গেছে, মানুষের অনুসন্ধিৎসুমন সমস্যা নিরসনের নতুন দিক বা উপায় খুঁজে বের করায় ব্যস্ত। থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পূনর্গঠন অধ্যাদেশ ১৯৮২ এদেশে তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

উপজেলা পরিষদকে কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়তে গেলে সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা আবশ্যক। আর এই জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণের দ্বারা। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের মোট ৩২টি জেলার প্রতিটি থেকে ৯টি করে উপজেলা নিয়ে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছে যে, সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ দরকার আছে কি না। থাকলে কোন কোন বিষয়ে এবং কতদিনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

আলোচ্য সমীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখতে যেয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৩১২ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৯৩ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি (৭১.৮৪%) ৩০-৪৫ বৎসর বয়সের অধিকারী। শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং সমমানের পর্যায়ে আছেন ২৮০ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি যা শতকরা ৮৩.৭৫ ভাগ। আর এ যাবৎ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি কিংবা প্রশিক্ষণের কোন অভিজ্ঞতা নেই এমন সংখ্যা ১৪৬ জন অর্থাৎ মোট সমীক্ষাধীন সংখ্যার ৪৬.৭৯%।

সমীক্ষার আওতাভূক্ত উপজেলাগুলো হতে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা দেখা যায় উপজেলা প্রশাসন সংক্রান্ত ৪৬.৭৯% কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির প্রশিক্ষণ নেই। যাঁরা প্রশাসন বিষয়ে প্রশিণ নিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই দু'বছর আগে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। দু'সপ্তাহ ও তার চেছে কম সময়ের জন্য উপজেলা প্রশাসন ও পল্লী উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন ৫৩.৮৫% যা মোট সংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশাসন বিষয়ে প্রশিণের গুরুত্ব দারুণভাবে অনুধাবন করেন এবং এ ব্যাপারে মতামত দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার সপ্তাহের নীচে হওয়া উচিত নয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় ৬৮.৫৯% কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির উপজেলা পরিষদে পরিকল্পনা প্রণয়েনের সাথে সরাসরি জড়িত। এই পরিকল্পনা গ্রহণ কালে জনগণের মতামত নেয়া হয় কি না বিষয়ক উত্তর দিতে গিয়ে ৫৩.৫২% কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি না সূচক উত্তর করেছেন। কোন্ কোন্ সালে গৃহীত কত অংশ বাস্তবায়ন হয়েছে তা জানতে যেয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া গেছে। ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের অগ্রগতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতকরা ৭৬ থেকে ১০০ ভাগ সাধিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিকল্পনা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ ইতপূর্বে হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে সমীক্ষাধীন উপজেলা থেকে জানা গেল শতকরা ৮৫.৫৮ ভাগ কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির এতদবিষয়ে জোন প্রশিক্ষণ নাই। তাঁদের অধিকাংশ কলেছেন প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমপক্ষে ২ সপ্তাহ হওয়া বাঞ্চনীয়।

এই সমীক্ষা নির্দেশ করছে যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্পর্কে অনেক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির কোন সুস্পষ্ট ধারণাই নাই। ফলে সরকারের দেওয়া কোটি কোটি টাকার মঞ্জুরী যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে অনেকের বিশ্বাস। উপজেলায় কর্মরত ৩১২ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬৪ জন (৫২.৫৬%) জানালেন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যাপারে তাঁদের মতামত নেয়া হয় না।

বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য ২৮১ জনের (৯০.০৭%) কোন প্রশিণ গ্রহণ করা হয়নি বলেও অভিমত পাওয়া গেছে উপজেলা কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির অধিকাংশই (শতকরা ৬৭.৬৩) বলেছেন তাঁদের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে। এত্রে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ প্রশিক্ষণের মেয়াদ স্থির করে ১৬৩ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি যতশীঘ্র সম্ভব প্রশিক্ষণ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩১২ জনের মধ্যে ২০২ জন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি তথ্য প্রকাশে নীরব থেকেছেন। এঁদের ৫৪ জন কর্মকর্তা (৩১.৩৭%) বলেছেন যেহেতু উপজেলা পরিষদে তাঁদের ভোটাধিকার নেই সেহেতু অর্থ বরাদ্দ কালে কোন মতামত রাখার অবকাশ তাঁদের থাকে না। সমীক্ষাধীন উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের ৩১২ জনের ভিতর কেবল ৯ জন মাত্র উপজেলা অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাকী ৩০৩ জনকে এ বিষয়ে আদৌ কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কি হবে তার উত্তর দিতে গিয়ে সঠিক কোন উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। এক তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক লোক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ থেকে ৩ সপ্তাহ হলে ভাল হয় বলে জানিয়েছেন।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের প্রাক্কালে ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও কুমিল্লায় সরকারী কর্মকর্তাদের এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষেণর আয়োজন করা হয়েছিল। আজ সময় কিছুটা অতিক্রান্ত হয়েছে। সরকার নানাবিধ সার্কুলার ও অফিস নির্দেশ জারী করেছেন। যে সকল কর্মকর্তা সে সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ উপজেলা পরিষদ থেকে দূরে এবং যাঁরা আজ কর্মরত তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকায় কাজের শৃংখলা যথেষ্ঠ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে সমীাকালে লক্ষ্য করা গেছে।

উপজেলা প্রশাসন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকগুলো মিলেই উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা গঠিত। প্রতিটি বিষয়ই এক অপরের পরিপূরক এবং চারটি বিষয় মিলেই মূলতঃ উপজেলা ব্যবস্থাপনা। উপজেলা পদ্ধতি একটি নূতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সফলতার প্রধান শর্ত হচ্ছে পদ্ধতির সম্যক উপলদ্ধি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সরকারী ককর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসন পরিচালনা করা ও সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। তাই উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী হিসাবে কর্মরত সকল জনপ্রতিনিধি ও অফিসারদেরকে চারটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

তাই সমগ্র বিষয়টি বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা করে দুই সপ্তাহের একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সুপারিশ করা হয়েছে। এই কোর্স পূর্বোক্ত চারটি বিষয় এর সমন্বয়ে গঠিত। এই কোর্সটি উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারী অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণ করে এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান, মনোভাব ও কর্মদতার যথেষ্ট স্ফুরণ ঘটিয়ে সুগঠিত উন্নয়ন প্রশাসনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে জনগণের অবস্থার পরিবর্তনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ) উপসংহার ও সুপারিশ

উপজেলা কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ বিষয়ক এই সমীক্ষার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উপজেলা প্রশাসন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উত্তরদাতাদের গৃহীত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের সময়, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, প্রশিক্ষণের বিষয় সমূহ, প্রশিক্ষণের চাহিদা, প্রশিক্ষণের চাহিদাকৃত বিষয়সমূহ এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সুপারিশ সমূহ বিধৃত করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রদত্ত বিভিন্ন উত্তর সমন্বয় করে উপযুক্ত বিষয়গুলোতে তাঁদের প্রশিক্ষণ চাহিদার একটি সার্বিক রূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। সেই সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য উত্তরদাতাদের সুপারিশ এবং সীমাবদ্ধ সময়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে অফিসার ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রস্তাব করাও যুক্তি সঙ্গত হবে। বর্তমান অধ্যায়ে সেই প্রয়াসই নেয়া হয়েছে।

এই অধ্যায়ে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রথমে আলোচনা করে তারপর চারটি বিষয়ের একটি সমন্বিত রূপ দেয়া হয়েছে একটি কোর্স প্রস্তাবের মাধ্যমে।